দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল এবং আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সেরা প্রতিষ্ঠানের নাম আসে দুই ধরনের। একটি হল পরীক্ষার্থীর পাসের সংখ্যা হিসাবে এবং অন্যটি হল শতকরা পাস হিসাবে। তারপর প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গুণাবলীর কথা প্রচারিত হয় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে। আমার ধারণা, সেখানে কতিপয় শিক্ষার্থীর স্বার্থের কথা অনুল্লেখ থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আসার জন্য প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার পর কতিপয় শিক্ষার্থীকে T.C নিতে হয় অথবা নিচের শ্রেণীতে যেতে বলা হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। শুধু তাই নয়, ভর্তির সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় সই নেয় যে, পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল না করলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থী বা অভিভাবক মানতে বাধ্য থাকবে। তদুপরি অনেক প্রতিষ্ঠানের পাসের সর্বনিম্ন নম্বর বোর্ডের সর্বনিম্ন নম্বরের চেয়ে বেশি। বোর্ডের নিয়মে পাস করলেও প্রতিষ্ঠানের নিয়মে অকৃতকার্য। কাজেই বোর্ডের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে না। শিক্ষার্থীর অন্ততঃ একটি বছর নষ্ট এবং অভিভাবকের আর্থিক ভোগান্তি হয়। সেরা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে এই ধরনের বাদ দেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় আনা হয় না। বিষয়টি বোর্ডের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপঃ

১) প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় যত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে, তাদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পাসের হারের ভিত্তিতে সেরা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হবে। তবে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার পর কোন কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হতে পারে, ছাড়পত্র নিতে পারে বা ভর্তি হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এ হিসাব নিয়ে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার সংখ্যার সাথে সমন্বয় করতে হবে। মেডিক্যাল গ্রাউন্ড ছাড়া কোন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেরা তালিকায় আনা অনুচিত। তাহলে সকল শিক্ষার্থী যাতে পাস করে তার প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। উপকৃত হবে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং দেশ।

২) প্রতি থানায়/ উপজেলায় একজন করে এমবিবিএস ডিগ্রীধারী সরকারী ডাক্তার থাকবেন ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য। সপ্তাহে তিনি তিনদিন অফিসে বসবেন এবং বাকী দিনগুলোতে রুটিনমাফিক চক্রাকারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গমন করবেন। তার টি এ,ডি এ সরকার বহন করবেন। শিক্ষার্থী অসুস্থতার কারণে পরীক্ষায় (যথা- প্রাক-নির্বাচনী/ নির্বাচনী/ বোর্ডের পরীক্ষা) অংশগ্রহণ করতে না পারলে বিনা ফিতে ডাক্তার সাহেব সার্টিফিকেট দিবেন। এ জন্য তিনি ফি দাবি করলে, শিক্ষার্থী সুস্থ অথচ অসুস্থতার সার্টিফিকেট আনার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের চাপ আসলে অভিভাবক অথবা শিক্ষার্থী নিজে জেলা সিভিল সার্জন বরাবর/ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করবেন। কর্তৃপক্ষ তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন। ফলে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।

৩) যে সকল কলেজে A- গ্রেডের নিচে কোন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে না, সে সকল কলেজ থেকে পরপর দুই বছর যতজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হবে, পরবর্তী বছর ততজন সর্বনিম্ন গ্রেডের শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। সর্বনিম্ন গ্রেডের শিক্ষার্থীসহ নিয়মিত সকল পরীক্ষার্থী পরপর দুই বছর শতভাগ পাস করলে পূর্বের চালুকৃত -নিয়ম পুনঃবহাল হবে। এ নিয়মটি চালু করলে কলেজের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে। সেরা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে বিতর্কের লাঘব হবে বলে আমার ধারণা।

খান কলিমুল্লাহ,
প্রাক্তন শিক্ষক,
ক- ২১২/৮ খিলক্ষেত (পূর্ব নামাপাড়া), ঢাকা ১২২৯।